২৩/৮/২০০১

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...১.....

দৈনিক ইনকিলাব

বিতর্কীত ৯ দফা চুক্তি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে শিক্ষকদের প্রত্যাশা

৯৯৪ সালের শিক্ষক
আন্দোলনে তৎকালীন
রাধীদলীয় নেত্রী শেখ
সিনা ঘোষণা
য়েছিলেন, তার দল
কার গঠন করলে দাবী
দায়ের জন্য রাজপথে
ন্দোলন করতে হবে
। ১৯৯৬ সালে তার
। ক্ষমতায় আসার পর
ক্ষক সমাজের প্রত্যাশা
। বিনা আন্দোলনেই
দের সকল দাবী পূরণ
বে। স্বাভাবিকভাবেই
ননীয় প্রধানমন্ত্রী ও
ক্ষামন্ত্রীর কয়েক দফা
ক্ষাৎকারে শিক্ষকরা
দের দাবীগুলো তুলে
রেছিল। কিন্তু
রকারের কাছ থেকে
নরকম সারা না পেয়ে
৯৯৯ সালের ১৭ মে
কা আঞ্চলিক কমিটির
াহবায়ক মরহুম মোঃ
ীদ উল্লাহ এবং সমন্বয়কারী সেলিম ভূঁয়ার
তৃত্বে নিয়ে শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচীর
াক দেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসাবে
শেখ আমানুল্লাহ সাহেব ঢাকা আঞ্চলিক
মিটির এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি।
ন্তু সাধারণ শিক্ষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই
র্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে এবং ৮ জুন
রহুম মোঃ শহীদ উল্লাহর নেতৃত্বে
ধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মিছিলসহকারে
ারকলিপি দেয়া হয়। সেদিনের কর্মসূচীতেও
াধারণ শিক্ষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ
রে।
রবর্তী সময়ে শিক্ষক নেতৃত্বের কথা
বেচনা করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
ফডারেশন আন্দোলনে যেতে সম্মত হয়।
ন্তু বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ একটি পাতানো
খেলা। শেখ আমানুল্লাহ ও কাজী ফারুক
াহমদ সাহেব শিক্ষক নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার
ন্যই হয়ত সেদিন আন্দোলনে যেতে সম্মত
য়েছিলেন। ১৯৯৯ সালের ১০ অক্টোবর
্টন ময়দানে মহাসমাবেশ ডাকা হল। চলো
লো ঢাকা চলো শ্লোগানে সেদিন শিক্ষকরা
াকায় আসার ব্যাপক প্রস্তুতি নিল। অনেক
জলা ও থানার শিক্ষকরা ঢাকায় আসার জন্য
াস ভাড়া করে ফেলেছে। কিন্তু ৪ অক্টোবর
ঠাৎ করে ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ
আমানুল্লাহ ও কাজী ফারুক আহমেদ,
াংলাদেশ শিক্ষক সমিতির এক অংশের
ভাপতি কামরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক
চৌধুরী খুরশীদ আলম শিক্ষামন্ত্রীর সাথে

গত বছর ২৪ আগস্ট শহীদ মিনারে শিক্ষকদের মহাঅবস্থান ধর্মঘট

পৃথক বৈঠক করলেন। জাতীয় প্রচার মাধ্যমে
ঘোষণা হল ১০০% বেতন প্রদান সক্রিয়
বিবেচনাধীন। অন্যান্য দাবীও বিবেচনা করা
হবে বলে ঘোষণা এলো। ৪ অক্টোবর ঘোষণা
দিলেও ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘোষণার একটি
শব্দও বাস্তবায়ন করা হয়নি। বাধ্য হয়ে
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষে আমরা
পুনরায় আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে আন্দোলন
চালাতে থাকি এবং ২৪ জুলাই ২০০০
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ কলেজ
শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল
মোদারেছীন, বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ,
বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী
ফেডারেশন নিয়ে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট
গঠন করা হয়। শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট
২৪ আগস্ট ঢাকায় মহাঅবস্থান ধর্মঘটের ডাক
দেয়। পক্ষান্তরে শিক্ষক সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি
নামে আরেকটি সংগঠনও গঠন করা হয়।
যার নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান ও
অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ।
শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের ২৪ আগস্টের
মহাঅবস্থান ধর্মঘট। সারাদেশের শিক্ষক
সমাজে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। বিষয়টি
বুঝতে পেরে কতিপয় সুবিধাভোগী শিক্ষক
নেতা শিক্ষামন্ত্রীর সাথে গোপন আতাত করে
২৩ তারিখ বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। বৈঠকের
আলোচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রচারিত হয়।
২৪ আগস্ট শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের
মহাঅবস্থান ধর্মঘট চলাকালে ১১ জন
তথাকথিত শিক্ষক নেতা শিক্ষামন্ত্রীর সাথে ৯
দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তাদের উদ্দেশ্য

ছিল মহাঅবস্থান ধর্মঘট যাতে সফল না হয়।
১১ নেতা চুক্তি না করলে হয়ত ২৪ আগস্টই
শিক্ষক কর্মচারীদের অনেক দাবী পূরণ হত।
এই ৯ দফা চুক্তির ফলে ২৪ আগস্টের আগে
নিয়োগকৃত তৃতীয় বিভাগীয় শিক্ষকদেরও
এমপিওভুক্ত না করার ষড়যন্ত্র চলতে থাকে।
শিক্ষক সমিতি আইনের আশ্রয়ে যাওয়ার
ঘোষণা দেয় এবং সাথে সাথে ৬ ফেব্রুয়ারী
ঢাকায় মহাসমাবেশ ডাকে। সরকারী দলের
নেতৃবৃন্দকেও বিষয়টি জানান হয়। ৬
ফেব্রুয়ারীর মহাসমাবেশে আইনের লড়াইয়ে
যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ৭
ফেব্রুয়ারী ২০০১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে
প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ
করা হয়, ২৪ আগস্টের আগে বৈধভাবে
নিয়োগকৃত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা
হবে। কিন্তু প্রজ্ঞাপন জারির পরও যখন
বিষয়টি নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয় তখন ৬ দফা
দাবী পূরণ ও ৯ দফার শিক্ষক স্বার্থবিরোধী
ধারাসমূহ বাতিলের দাবীতে ৪ মে শহীদ
মিনারে সমাবেশ ও মিছিল করা হয়। এই
দুটি দাবীর সাথে বেসরকারী শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি
নীতিমালা বাতিল করে সরকারী শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ নীতিমালা প্রণয়নেরও
সোচ্চার দাবী তোলা হয় এবং ২ জুলাই শহীদ
মিনারে মহাঅবস্থান ধর্মঘট ডাকা হয়।
২ জুলাই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক
কর্মচারীদের জোয়ার বয়ে যায়। কারণ
শিক্ষকরা চান তাদের দাবী পূরণ হোক। তাই
যারা দলীয় স্বার্থে বা সরকারের কাছ থেকে

সুবিধা ভোগের সংগ
করতে চান, তাদে
সাথে সাধারণ শিক্ষক
থাকতে পারেন না।
৩ জুলাই শহীদ মিন
থেকে শিক্ষকদের বির
মিছিল রাজধানী
বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষি
করতে ... গে
শিক্ষকদের মিছিলে প্র
৩ শতাধিক পুলিশ বা
দেয়। শিক্ষা ভবনে
পশ্চিমে শিক্ষকদে
বাধা দেয়া হ
শিক্ষকরা রাস্তায় ব
পরেন। ১ ঘন্টা রাস্ত
থাকার পর শহী
মিনারে অনশনে
ঘোষণা দেয়া হয়। এ
পুলিশী বাধা ভে
মিছিলটি প্রেসক্লাব ঘু
শহীদ মিনারে আসে।
জুলাই বিকাল ৫-
থেকে আরম্ভ হয় আম
অনশন কর্মসূচী। অনশন কর্মসূচী চলাকা
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ও
সরকারের অনেক নেতৃবৃন্দকে বিষয়টি জা
হয়। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে কোন স
পাওয়া যায়নি। ২ জুলাইর অবস্থান ধর্মঘ
রাত ৮-৩০টায় বিএনপি মহাসচিব মোঃ
ভুঁইয়া, এম সামসুল ইসলাম, আমানউ
আমান, নাজিমউদ্দিন আলম একাত্ম
ঘোষণা করেন। আমরণ অনশনে ১১ দি
নেতা দীলিপ বড়ুয়া, বাসদের আবদু
সরকার, জাতীয় পার্টির শাহ মোহাম্মদ
জাফরসহ অনেক রাজনৈতিক ও পেশাজী
সংগঠনের নেতৃবৃন্দ একাত্মতা ঘো
করেন।
৬ জুলাই বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জি
সউদী আরব থেকে জিয়া আন্তর্জাতি
বিমানবন্দরে নেমে শিক্ষকদের অনশ
কথা জানতে পারেন এবং সকাল প্রায় ১১
তিনি সরাসরি শহীদ মিনারে এসে শিক্ষক
অনশন ভাঙ্গার অনুরোধ করেন।
চারদলীয় জোট ক্ষমতায় গেলে
শিক্ষকদের ৬ দফা দাবী পূরণ ও ৯ দ
শিক্ষক স্বার্থবিরোধী ধারাগুলো বাতি
ঘোষণা দেন। নির্বাচনী ইশতেহ
শিক্ষকদের দাবি তুলে ধরারও তিনি ঘো
দেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ ক
বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিক্ষক
ন্যায্য দাবীর প্রতি সুদৃষ্টি প্রদান করবেন
তাদের সমস্যার আশু সমাধান করবেন।

□ শিক্ষাঙ্গন ডে